সপ্তম অধ্যায়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও সংবিধান সংশোধন

বিষয় সংকেত ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি—সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি।

প্রশ্ন ১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনা কর।

[ক.বি. ১৯৯৪, '৯৭; ব.বি. ১৯৬৫, '৯৪, '৯৬, ২০০০]

উত্তর □ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনার আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তবে একথাও ঠিক যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সমস্ত সংজ্ঞাকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একথা বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র হলো এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক সরকারই তাদের নিজের নিজের এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়ার ফলে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেউ কারও অধীন নয় এবং তত্ত্বগতভাবে কেউই অন্য সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—(১) কেন্দ্র ও রাজ্য এই দু'ধরনের সরকারের পাশাপাশি অবস্থান, (২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অস্তিত্ব, (৩) এই লিখিত সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য, (৪) সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (৫) একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপস্থিতি এবং (৬) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আছে কি না তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনা প্রয়োজন।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্যটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরও দু'স্তরে দু'ধরনের সরকার আছে—জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক স্তরে ৫০টি আঞ্চলিক সরকার।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম লিখিত সংবিধান। যেহেতু সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে এই সংবিধান সংশোধন করা যায় না সেহেতু এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটিও প্রত্যক্ষ করা যায়। কেননা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য রয়েছে। সংবিধানের ৬নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে আমেরিকার সংবিধানই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে—যাতে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সুপ্রিম কোর্টের অস্তিত্ব রয়েছে।

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। এই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উচ্চ কক্ষ সিনেট অঙ্গরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং নিম্ন কক্ষ জনপ্রতিনিধি-সভা জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যা কেবলমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

(১) আমেরিকার সংবিধানে দ্বৈত-নাগরিকত্ব স্বীকৃত। এখানকার প্রতিটি নাগরিক একদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যদিকে যে অঙ্গরাজ্যে বসবাস করে সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক।

(২) ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব কোন সংবিধান না থাকলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান রয়েছে—যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষত্বকে চিহ্নিত করে।

(৩) ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষে অঙ্গরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত না হলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ সিনেট অঙ্গরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত।

(৪) ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে রাজ্য আইনসভার মতামতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যের নাম ও সীমানার বদল করতে পারলেও আমেরিকার সংবিধান অনুসারে অঙ্গরাজ্যের মতামত ছাড়া তার নাম ও সীমানা বদল করা যায় না।

(৫) আমেরিকার সংবিধান অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আইনসভা কংগ্রেস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন কোন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে, তবে অঙ্গরাজ্যের সীমানার মধ্যে তা' করা যাবে না।

(৬) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, এখানে অঙ্গরাজ্যের সরকারের প্রতি জাতীয় সরকারের বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে জাতীয় সরকারের কাছ থেকে অঙ্গরাজ্যের সরকার নিশ্চয়তা পাবে।

(৭) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষত্ব হলো এই যে এখানে অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যদিও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল।

(৮) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কাজ করতে হয়। যেমন, এখানকার অঙ্গরাজ্যগুলি আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

(৯) ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে, প্রবণতা ক্রমাগত লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা' হলো ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবনের পেছনে যেসব কারণ রয়েছে সেগুলি হলো ঃ

(ক) সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায় বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

(খ) বিভিন্ন সময়ের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতির সঙ্গে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেড়েছে।

(ঘ) অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক সংকট কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

(ঙ) জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হওয়ার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়েছে—যা কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

(চ) যুদ্ধ ও যুদ্ধের ভীতিও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক হোয়ারের মতে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক সরকারে পরিণত হতে পারে।

(ছ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ওপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে সাহায্য করেছে।

(জ) সমগ্র দেশব্যাপী অখণ্ড অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে সংবিধান বহির্ভূত পথে বাড়িয়ে দিয়েছে।

(ঝ) জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার জনসাধারণের জাতীয়তাবাদের প্রসার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে দারুণভাবে সাহায্য করেছে।

(ঞ) সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপর্যয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে সাহায্য করেছে।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের আরও কতকগুলি কারণ রয়েছে। এগুলি হলো—(ক) একচেটিয়া অর্থব্যবস্থা, (খ) জাতীয় দলের আবির্ভাব, (গ) সংবাদপত্রের ভূমিকা, (ঘ) গৃহযুদ্ধ, (ঙ) সম্পূর্ণভাবে লিখিত সংবিধানের অনস্তিত্ব, (চ) সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অভাব, (ছ) গণমাধ্যমগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ, (জ) সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ইত্যাদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে সাহায্য করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'ধরনের বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীভবন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আবার, কোন কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু প্রতিটি রাষ্ট্রেই আজ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে, সেহেতু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই শুধু এই ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকার সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন

Scanned with CamScanner

ঘটেছে। সেই কারণেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সনাতন কাঠামোর সঙ্গে বর্তমান কাঠামোর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে 'সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্র' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হলেও অঙ্গরাজ্যগুলি কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ে না। বরং বলা যায় যে, এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পুনর্গঠনে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ প্রয়াস চালায়। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের অজুহাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে যদি যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে অন্য কোন রাষ্ট্রকেই আর যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যাবে না।

প্রশ্ন ২। আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

Scanned with CamScanner